দৈনিক খবর

03 DEC 1991

তারিখ 03 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষক ও উপাচার্যদের আহবানে সাড়া দিন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের উপাচার্যদের স্থায়ী কমিটির সভায় শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এ অবস্তু তৎপরতা বন্ধে সরকার, রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতে আহবান জানানো হয়েছে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নিরসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞাসহ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ উক্ত স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমতের কোনোই অবকাশ নেই। দেশের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাসের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সন্ত্রাস বন্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণের আহবান জানানোর ফলে বিষয়টির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। উপাচার্যরা তাঁদের স্থায়ী কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তাতে সাড়া দিতে সংশ্লিষ্ট সবাই এগিয়ে আসবেন এটাই প্রত্যাশিত।

এর দু'দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানান। অব্যাহত সন্ত্রাসের দরুন ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে কর্মবিরতি পালন করছেন সেটিও এ প্রসঙ্গে বিবেচনায় আনার দাবী রাখে। মনে রাখা দরকার যে, সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষকরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাবে ক্লাস নিতে সাহস পাচ্ছেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি গত শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষকদের চলমান কর্মবিরতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এক লিখিত বিবৃতিতে বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, সন্ত্রাস দমন করতে না পারলে শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাই ধ্বংস হবে না, সদ্য অর্জিত গণতন্ত্রও বিপন্নহবে।

উপাচার্যদের স্থায়ী কমিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তাঁদের পৃথক পৃথক ফোরাম থেকে বিরাজমান সন্ত্রাসী পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে সাধারণ দেশবাসীর অভিমতই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশ আজ এক গুরুতর সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। এ সংকটের উদ্ভব হয়েছে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য। শিক্ষাঙ্গনে আজ প্রকাশ্যেই গোলাগুলীর মহড়া চলতে দেখা যাচ্ছে। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, ছাত্র সংগঠনগুলো এবং অভিভাবকরা সবাই এসব ঘটনা দেখছেন। এ সম্পর্কে সবাই উদ্বেগও প্রকাশ করছেন; কিন্তু বাস্তবে ইতিবাচক পদক্ষেপ কেউ নিচ্ছেন না। পত্রিকার পাতা উল্টালেই সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতির পর বিবৃতি চোখে পড়ে। কিন্তু ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ কেউই নিচ্ছেন না। পুলিশকে মাঝেমধ্যে বিভিন্ন হলে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালাতে দেখা যায়। কিন্তু সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের অধিকারে যে সব হল রয়েছে পুলিশ সেখানে যায় না। বিরোধী দল থেকে একাধিকবার অভিযোগ করা হয়েছে যে, সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা যাতে অস্ত্র রাখতে পারে সে জন্যই পুলিশ তাদের হলগুলোয় তল্লাশী অভিযান চালায় না। শুধু বিরোধী দলীয় ছাত্রদের হলগুলোতেই অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে। বিরোধী দলের এ অভিযোগ সত্যি হলে বুঝতে হবে যে, সরকারী দলের পক্ষপাতদুষ্ট নীতির জন্যেই অস্ত্র উদ্ধার অভিযান সফল হতে পারছে না। অস্ত্রধারী যে দলেরই সমর্থক হোক তাকে রেহাই দেয়া যাবে না-- এটিই সরকারের নীতি হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নিজেও সম্প্রতি ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ছাত্রীদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দুর্জয় আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে বলেছেন, ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে অদম্য উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে হবে। জাতির উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার স্বার্থেই ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করা দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন-- তিনি যেন উপলব্ধি করেন যে, সরকার যতক্ষণ নিরপেক্ষ মনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান না চালাবে ততক্ষণ সন্ত্রাস নির্মূল প্রচেষ্টা সফল হবে না। সন্ত্রাস নির্মূল করতে চাইলে আগে নিজের ছাত্র সংগঠনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য জোরালো অভিযান চালাতে হবে। এতে করে প্রমাণ হবে যে, সরকার নিরপেক্ষ মনে সন্ত্রাস উৎখাত অভিযান শুরু করেছে। অন্যান্য দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং তারাও তখন নিজ নিজ সংগঠনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসবে।

আসল কথা হলো, ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য প্রথমেই সরকারী দল ও বিরোধী দলীয় নেতা-নেত্রীদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে এগিয়ে আসতে হবে। নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত মনে এ কাজটি করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি দরকার। 'মুখে শেখ ফরিদ আর বগলে ইট' নীতি অনুসরণ করে ক্যাম্পাসকে কখনও সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব নয়। উভয় দলকেই জাতীয় স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের উপরে স্থান দিয়ে সন্ত্রাস দমনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সরকার, রাজনৈতিক দল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্র সংগঠনগুলো, সাধারণ ছাত্র এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব। এই সম্মিলিত প্রয়াসকে সম্ভব ও সার্থক করে তোলার জন্য সরকারী দল ও বিরোধী দলের নেত্রীদ্বয়কেই সবার আগে যৌথ নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা এগিয়ে আসলে অন্যরাও তাঁদের অনুগামী হবেন এবং সন্ত্রাসীরা তখন শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে পালাবে।